



337756 - যবে ব্যক্তকিনডম ব্যবহার করে রমযানরে দিনরে বলোয় স্ত্রী সহবাস করছে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তকিনডম ব্যবহার করে রমযানরে দিনরে বলোয় স্ত্রী সহবাস করছে তার হুকুম কী? সে তার স্ত্রীকে জনকৈ তালবিল ইলমরে ফতোয়া শুনয়িছে যে, কনডমরে কারণে খতনার স্থানদবয় একটা অপরটকি স্পর্শ করে না বধিয় সহবাস বাস্তবায়তি হয় না। তাই স্ত্রী তার স্বামীর ডাকসে সাড়া দয়িছে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

রোযাদাররে জন্য রমযানরে দিনরে বলোয় স্ত্রী সহবাস করা হারাম। যহেতু আল্লাহতাআলা বলেন: “রোযার রাতে তোমাদরে জন্য স্ত্রীসমভোগে বধি করা হয়ছে। তারা তোমাদরে পরচ্ছদ, তোমরাও তাদরে পরচ্ছদ। আল্লাহজাননে যে, তোমরা ইতপূর্ববে অন্যায় করে নজিদে ক্ৰতি করছলি। পরে তিনি তোমাদরে প্রতি সদয় হয়ছেন এবং তোমাদরেকে ক্ষমা করে দয়িছেন। এখন তোমরা তোমাদরে স্ত্রীদরে সংস্পর্শে যতে পার এবং আল্লাহতোমাদরে জন্য যা বরাদ্দ করে রেখেছেন (অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি) তা কামনা করতে পার। আর কালগে রেখা থকে প্রভাতরে সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ রাতরে অন্ধকার চলে গয়ি ভোররে আলগে উদ্ভাসতি না হওয়া পর্যন্ত) তোমরা পানাহার কর। তারপর (পরবর্তী) রাত আসা পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৭]

হাদসিে কুদসীতে আল্লাহতাআলা বলেন: “আমার কারণে সে পানাহার ও যতীন-কামনা বর্জন করে। রোযা আমারই জন্য। আমি এর প্রতিদিন দবি। একটিনকীকে দশগুণ হিসেবে।” [সহহি বুখারী (১৮৯৪)]

যবে ব্যক্তকিনডম ব্যবহার করে সহবাস করছে সে তগে নজিরে যতীন-কামনাকে পূর্ণ করছে; এতে কোন সন্দহে নাই।

এই কনডম ব্যবহার করে সহবাস করলেও এর কারণে সকল বধিান আরোপতি হয়; যমেন গোসল ফরয হওয়া, রোযা নষ্ট হওয়া, হজ্জ নষ্ট হওয়া যদি প্রথম হালালরে আগে করে থাকে, হায়যে অবস্থায় এটা করা হারাম হওয়া এবং এর মাধ্যমে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফরিয়ি আনা ইত্যাদি।

ইমাম নববী (রহঃ) “আর-রওজা” গ্রন্থে (১/৮২) বলেন:



“যদি কটে তার পুরুষাঙ্গরে উপর একটি ন্যাকড়া বঁধে নিয়ে এটিকে প্রবশে করায় তাহলে সঠিক মতানুযায়ী গোসল ফরয হবে। দ্বিতীয় মতানুযায়ী ফরয হবে না। তৃতীয় মতানুযায়ী যদি ন্যাকড়াটি মটো হয় এবং যেনরি আর্দ্রতা পুরুষাঙ্গরে পটৌঁছতে এবং একটি অঙ্গরে উষ্ণতা অপরটতি পটৌঁছতে বাধা দিয়ে তাহলে গোসল ফরয হবে না; অন্যথায় ফরয হবে।

আমি বলব: আল-বাহর এর গ্রন্থাকার বলছেন: হজ্জ নষ্ট হওয়ার ক্ষত্রেও এই অভিমতগুলো প্রযোজ্য। সব বিধিবিধানের ক্ষত্রে প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।”[সমাপ্ত]

তুহফাতুল মুহতাজ গ্রন্থে (৩/৩৯৭) বলেন: “আলমেদরে ইজমা হচ্ছে: সহবাস থেকে বরিত থাকা। অতএব সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গে যাবে; এমনকি যদি বীর্যপাত না করে তবুও।”

শারওয়ানি পূর্ববোক্ত গ্রন্থের পাদটীকাতো বলেন: “রোযা ভঙ্গে যাবে” এমনকি যদি সটো কোন আচ্ছাদন ব্যবহার করে হয় তবুও। এটাই বাহ্যিক মরম।[সমাপ্ত]

কাশশাফুল ক্বনি গ্রন্থে (১/২০১) হায়যেবতী নারীর সাথে সহবাস করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে বলছেন: “এমনকি যদি পুরুষাঙ্গরে উপর কোন আচ্ছাদন বঁধে কথিবা পুরুষাঙ্গকে খলতি ঢুকিয়ে সহবাস করা হয় তবুও।”[সমাপ্ত]

প্রশ্নবোক্ত ফতোয়াদানকারী ভুল ফতোয়া দিয়েছেন। যে ফতোয়া রোযার ভতিকই ধ্বংস করে দেয়। যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষয়টি একটু ভবে দেখেন তাহলে এই ফতোয়ার কদর্যতা তার কাছে পরসিকারভাবে ফুটে উঠবে। যদি কোন ব্যক্তি পানাহার থেকে বরিত থেকে প্রতদিনি আচ্ছাদন ব্যবহার করে স্ত্রী সহবাস করতে থাকে; তাহলে এটা কোন ধরণের রোযা?!

হতে পারে সে এমন কোন ব্যক্তিরি ফান্দে পড়বে যে তাকে বলবে যে: বীর্যপাত করা রোযা ভঙ্গকারী নয়। তখন সহবাস ঘটবে, বীর্যপাতও ঘটবে এরপরও বলবে: আমি রোযাদার!

এটি তামাশা; গটো শরয়িত এর থেকে পবতির।

এই বক্তব্যের ভিত্তিতে কটে যদি কোন বগোনা নারীর সাথে সহবাস করে বলে যে, সে ব্যভচার করেনি। কেননা সহবাস সংঘটিত হয়নি। তখন এই মুফতি তাকে কী বলবে?!

তাই অঙ্গটি ঢুকানো সম্পন্ন হওয়ার পরও আচ্ছাদন থাকার কারণে যে ব্যক্তি এটাকে সহবাস বলবে না তার কথার প্রতী ভরুক্শপে করার সুযোগ নাই। এমনকি যদি এমন কথা কোন ফকীহ বলে থাকেন তার প্রতীও। বিশেষতঃ এই পাতলা আচ্ছাদনগুলো স্বাদ লাভে কোন প্রতবিন্ধকতা তরৌ করে না। এই আচ্ছাদনগুলো পুরুষাঙ্গরে উপর ন্যাকড়া বাঁধার মত নয়; যমেনটি ফকিহবদিগণ কল্পতি রূপ পশে করছিলেন।

দুই:



ফতওয়া কবেলমাত্র ফতওয়া দয়োর উপযুক্ত ব্যক্তিদিরে কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হয়। তাই যবে ব্যক্তি প্রশ্নকৃত গুনাতবে লিপিত হয়েছবে তার করণীয় নমিনরূপ:

১। এই হারাম কাজে লিপিত হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছবে তাওবা করা।

২। সহবাসবে মাধ্যমে যবে রোযাটিনষ্ট করছেবে সটে কাযা পালন করা।

৩। কাফফারা পরশিোধ করা। আর তা হল: একজন দাস আযাদ করা। যদি দাস না পায় তাহলে লাগাতরভাবে দুইমাস রোযা রাখা। যদি তা না পারে তাহলে ষাটজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানবে।

সহবাস করে সবে বীর্যপাত করুক কথিবা না করুন।

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়্যা’-তে (৩৫/৫৫) এসছে: “যবে ব্যক্তি রমযান মাসবে দিনবে বলোয় কোন ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে যটোনাঙগে সঙ্গম করছে তার উপর কাফফারা ওযাজবি হওয়ার ব্যাপারে ফকিহবদিদবে মাঝবে কোন মতভদে নাই; চাই সবে ব্যক্তি বীর্যপাত করুক কথিবা না করুক।”[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।